**ভূমিকা**

এই গোষ্ঠী টেক্সট হিসাবে প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুবাদ সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে এমন সংস্থান নেই যে আমরা ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। তাই যদি আপনারা ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারেন এবং আপনাদের অনুবাদ সম্বন্ধে বা পৃষ্ঠার সাজের সম্বন্ধে মতামত থেকে থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই ই-মেল ঠিকানায় : translations@encephalitis.info

**এনকেফেলাইটিস -- সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি**

এনকেফেলাইটিস অসুখটি সঠিক কী?

এনকেফেলাইটিসের অর্থ সরলভাবে বলতে গেলে মস্তিষ্কের প্রদাহ এবং সাধারণত এটি জীবাণু সংক্রমণের বিরল ফল। এনকেফেলাইটিস মেনেনজাইটিসের চেয়ে আলাদা। মেনেনজাইটিস মস্তিষ্কের চারিপাশের স্তরের (মেনিনজেসের) প্রদাহ, যদিও এটিও জীবাণুর সংক্রমণের থেকে হতে পারে।

এনকেফেলাইটিস কত রকমের হয়?

সাধারণত দুই রকমের :

অ্যাকিউট ভাইরাল এনকেফেলাইটিস - যেখানে জীবাণু সরাসরী মস্তিষ্কে আঘাত হানে।

পোস্ট ইনফেকশাস এনকেফালাইটিস (অথবা অ্যাকিউট ডিসএমিনেটেড এনকেফ্যালোমাইয়েলিটিস বা এ-ডি-ই-এম) - যা মস্তিষ্কের বাইরের সংক্রমণ যা দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে মস্তিষ্ককে আক্রমণ করতে।

কাদের এনকেফেলাইটিস হতে পারে?

যে কোনো ব্যক্তির। যদিও পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবচেয়ে ঝুঁকি আছে যে বয়সগুলির মধ্যে সেগুলি হল ৭, ১৬ থেকে ২৫, এবং ৫৫-এর বেশি। যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে প্রতি বছরে প্রতি ১০০,০০০ জনের মধ্যে ৪ জন এই অসুখে আক্রান্ত হয়।

এনকেফেলাইটিসের কী থেকে হয়?

এই অসুখ হয় যে জীবাণুর জন্য তারা অতি সাধারণ জীবাণু। এদের মধ্যে আছে হাম, পানি বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনটেরোভাইরাস (পেটের কৃমি) এবং হারপিস সিম্প্লেক্স (কোল্ড সোর ভাইরাস)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অসুখ-সৃষ্টিকারী জীবাণুদের চিহ্নিত করা যায় না।

এই রোগের প্রধান লক্ষণগুলি কী?

এনকেফেলাইটিস সাধারণত শুরু হয় ফ্লুয়ের মত জ্বর থেকে সঙ্গে থাকে মাথাব্যথা। এর পর আরো গুরুতর লক্ষণ দেখা যায় যার মধ্যে থাকে 'জ্ঞানের তারতম্য হওয়া'। অর্থাৎ আপনারা যা অনুভব করতে পারেন গণ্ডগোল হয়ে যাওয়া, ঝিমুনি, অজ্ঞান বা ফিট হয়ে যাওয়া এবং কোমায় চলে যাওয়া। অন্য লক্ষণের মধ্যে থাকতে পারে কড়া আলো এড়িয়ে যাওয়া, কথা বলতে বা অঙ্গ-সঞ্চালন করতে না পারা, আনুভূতিক বদল, ঘাড় আটকে যাওয়া, অস্বাভাবিক ব্যবহার এবং অন্য অনেক কিছু যা নির্ভর করবে মস্তিষ্কের কোন অংশে আক্রমণ হয়েছে তার উপর।

কীভাবে এনকেফেলাইটিস নির্ণয় করা হয়?

এনকেফেলাইটিস নির্ণয় করা হয় যখন প্রদাহ দেখা যায়। বিভিন্ন লক্ষণ এবং তাদের বৃদ্ধি হার বিভিন্ন রকমের হয়, এবং সেইগুলি শুধু মাত্র এনকেফেলাইটিসেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই কিছু সময় এনকেফেলাইটিস নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাহলে কীভাবে অন্য সম্ভাবনাগুলিকে বাতিল করা হয়ে থাকে?

লাম্বার পাংচারের মাধ্যমে জীবাণু-ঘটিত মেনেনজাইটিসের সম্ভাবনা বাতিল করে হার্পিসের ভাইরাস খোঁজা হয়ে থাকে। মস্তিকের স্ক্যান (সি-টি বা এম-আর-আই) ব্রেন টিউমার, অ্যানেউরিসম এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাতিল করবে এবং দেখাবে ঠিক কতটা প্রদাহ হয়েছে। রক্ত পরীক্ষা মেটাবলিক এনকেফ্যালোপ্যাথির সম্ভাবনা বাতিল করবে।

কীভাবে এনকেফেলাইটিসের চিকিৎসা করা হয়?

অবিলম্বে অ্যাসাইক্লোভির দিয়ে চিকিৎসা করা জরুরী। অ্যাসাইক্লোভির একটি অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ যা হার্পিস ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে। যদিও সবসময়ে হার্পিস সিমপ্লেক্স (কোল্ড সোর ভাইরাস) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না, তবুও এই জীবাণুটিই এই দেশে এনকেফেলাইটিস সৃষ্টির সবচেয়ে সাধারণ কারণ। মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন অন্য জীবাণুর জন্য বর্তমানে কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। অন্য চিকিৎসার মধ্যে, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ঠেকাতে অ্যান্টি-কনভালসেন্ট ওষুধের ব্যবহার এবং ছটফটানি থামাতে ঘুমের ওষুধের ব্যবহার করা হয়। চরম ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের প্রদাহ কমাতে বিশেষ পরিচর্যা সঙ্গে ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হতে পারে। জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়টিক ব্যবহার করা হতে পারে।

আক্রান্ত ব্যক্তিরা কি সেরে ওঠেন?

জীবাণু সংক্রমণ বা প্রদাহের অত্যধিক চাপে স্নায়ু কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটিকে বলা হয় অ্যাকুয়ার্ড ব্রেন ইনজুরি (এ-বি-আই)। তাই এনকেফেলাইটিসের ফলশ্রুতি হিসাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। কিছু ক্ষেত্রে এই ক্ষতি অল্প পরিমাণে হয় যার ফলও খুব অল্পই হয়, যেমন ভাবনা চিন্তা করার দ্রুততা কমে যাওয়া। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এই ক্ষতি ব্যপক পরিমাণে হতে পারে।

এই অসুখের সেরে ওঠা লম্বা ও ধীর লয়ে হতে পারে সঙ্গে থাকে কাজ ও বিশ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম। একজন নিউরোসাইকোলজিস্টের পরিমর্শ নেওয়া উচিত মস্তিষ্কের ক্ষতি নির্ণয় করতে ও তাকে যতটা সম্ভব সুস্থ করতে।

এই অসুখের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হয়?

এনকেফেলাইটিসের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকালব্যাপী মেয়াদে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। ক্লান্তি, বারবার মাথাব্যথা, স্মৃতির সমস্যা, একাগ্রতা ও স্থিতিশীলতার মতো সাধারণ লক্ষণ থেকে মেজাজ তারতম্য, মুডের তারতম্য, অগ্রাসন এবং কুৎসিততা। মৃগী, যা এই রোগের এরটি চরম লক্ষণ, এই রোগটি সারে যাবার বহু সপ্তাহ বা মাস পরে দেখা দিতে পারে। শারীরিক সমস্যার মধ্যে যা যা হতে পারে তা হল দেহের এক দিকের দুর্বলতা, অনুভুতিহীনতা এবং দেহের শারীরিক সঞ্চালনের ক্ষমতার লোপ। ভাষা ও কথা বলার সমস্যাও হতে পারে। ভাবনাচিন্তা ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতাও শ্লথ হয়ে যেতে পারে।

মৃত্যু

অন্যান্য সংক্রামক অসুখগুলির তুলনায়, এনকেফেলাইটিসে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অসুখটি খুব দ্রুত বিপদজনক হয়ে উঠে পুরো পরিবারের কাছে যথেষ্ট বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বর্তমান বিশ্বে কেন এই ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় তার ব্যাখ্যা নেই।

ইংরেজীভাষার সাইটে ফিরে যান

**Encephalitis Information Resource**

এনকেফেলাইটিস তথ্য ভাণ্ডার (এনকেফেলাইটিস ইনফরমেশন রিসোর্স)

**Bengali**
বাংলা